ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফিরছেন বিদ্যা বালান, ফের বাজবে ' আমি যে তোমার'!

পৃঃ ৫

চোট নিয়ে যা বললেন শামি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১৪ ● কলকাতা ● ২৮ পৌষ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

এসএসকেএম যেতে দেওয়া হল না,

অভিষেকের পাড়ায় আটকে কংগ্রেসের মিছিল, রাস্তায় বসলেন অধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কংগ্রেসের এসএসকেএম অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় অধীর রঞ্জন চৌধুরীদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড করে কংগ্রেসের মিছিল আটকানো হয়।বঞ্চিত হচ্ছেন গরিব, মুমূর্ষু রোগীরা, এই অভিযোগ তুলে কংগ্রেস এসএসকেএম হাসপাতাল অভিযানের ডাক দেয়।নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। এসএসকেএমের ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু মিছিল হরিশ মুখার্জি রোডে ঢুকতেই পুলিশ আটকে দেয়। অধীরের অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বাঁচতে শাসক দলের নেতারা এসএসকেএমে আশ্রয় নিচ্ছেন। যার জেরে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই হাসপাতালের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এখন এই হাসপাতাল দুর্নীতিবাজদের আখড়া হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলেই পুলিশের সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

সারা দেশে যা হয় না, তা বাংলায় হয়!

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা নিয়ে অনুরাগ ঠাকুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। ঘটনার পর পেরিয়ে গিয়েছে আটদিন। এখনও অধরা তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। তিনি বাংলায় আছেন নাকি বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন, সেই জল্পনাও রয়েছে তুঙ্গে। এদিকে ইডির উপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধীরা।গত ৫ জানুয়ারি সকালে উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডি অফিসাররা। গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিন ইডি অফিসার। কোনও রকমে পালিয়ে বাঁচেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। বাদ যায়নি সংবাদমাধ্যমও। এই ঘটনায় রাজ্য তথা দেশ জুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। বিচারপতি থেকে রাজ্যপাল, নিন্দায় সরব হয়েছেন সকলেই। ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি নাম উল্লেখ করে ন্যাশনল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তথা এনআইএ-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এহেন পরিস্থিতিতে বাংলায় এসে তৃণমূলকে নিশানা করতে ছাড়লেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর মতে, 'বাংলায় আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি। সারা দেশে যা হয় না, তা হয় বাংলায়।"

শনিবার কলকাতায় আসেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বিমানবন্দরে নেমেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয় দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"

রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। সেখানে

এরপর ৩ পাতায়

পুলিশই আমাদের বাঁচিয়েছে',

প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলায় আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশের সাধু

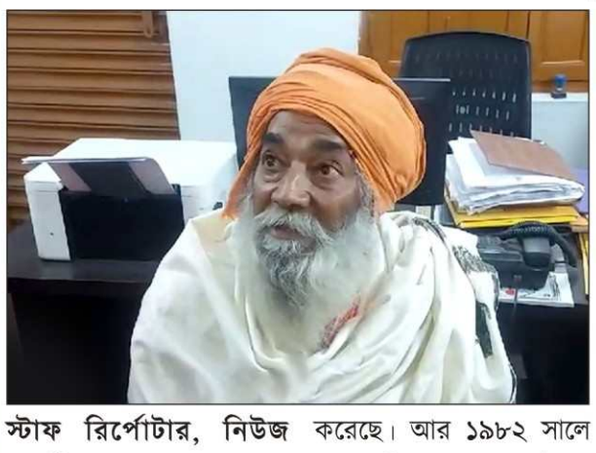

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে ভুল বোঝাবুঝির জেরে উত্তরপ্রদেশের তিন সাধুর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। বঙ্গের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে যুযুধান বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে। এসবের মাঝে কিন্তু রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন পুরুলিয়ায় আক্রান্ত সাধু মধুর গোস্বামী।এনিয়ে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । তাঁর কথায়, 'উত্তরপ্রদেশের ওই সাধুই তো পুলিশের প্রশংসা করেছেন। পুলিশ এখানে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। আর ১৯৮২ সালে যখন বিজন সেতুর উপর আনন্দমার্গীদের হত্যা করা হয়েছিল, এত বড় ঘটনা সত্ত্বেও পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি। তাই বলছি, সাধুসন্তদের আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কিন্তু তাঁদের নিয়ে বিজেপি বেশি কথা বললে প্রতিবাদ করব।'থানায় বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সাফ জানালেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েই তাঁদের বাঁচিয়েছে। নইলে গণপিটুনি মৃত্যু হতে পারত। অর্থাত বিজেপি ঘটনাটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, বিষয়টা তেমন নয়। তা এই সাধুর বয়ানেই স্পষ্ট।

এরপর ৩ পাতায়

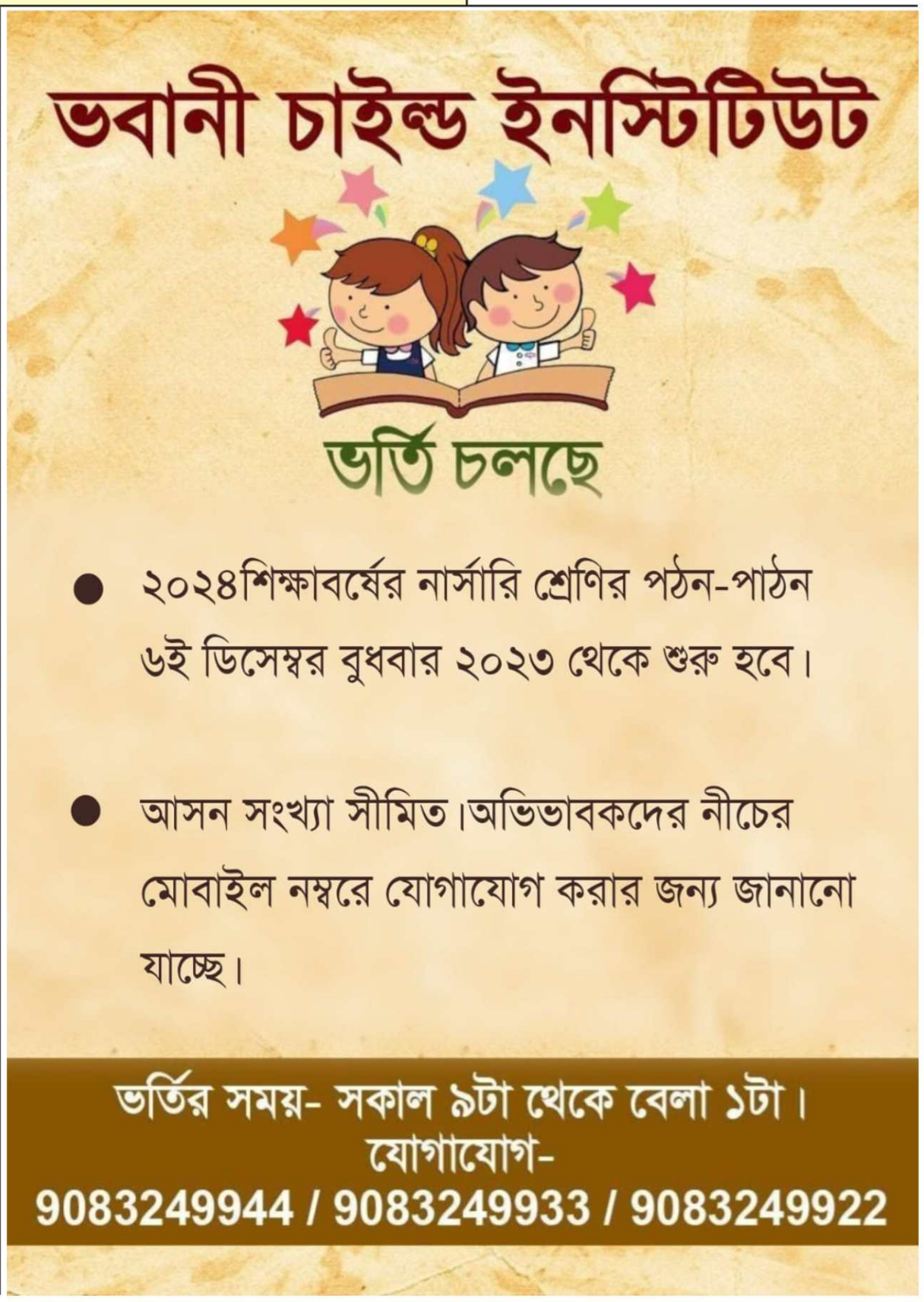

লালবাজার দায়িত্ব নেওয়ার পর

তিন দিন ধরে অশান্ত ভাঙড়, শনিবার গুলিও চলল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুলিশ ভাঙড় ডিভিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আবার পঞ্চায়েত ভোটের চেহারা নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। বৃহস্পতিবার রাত পোলেরহাট থানা এলাকায় গন্ডগোলের পর শুক্রবার ভাঙড় থানার খড়গাছিতে গোলমাল হয়। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শনিবার আবার ভাঙড় উত্তপ্ত হল তৃণমূল ও আইএসএফের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে।গত বৃহস্পতিবার রাতে পোলেরহাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনা ঘটেছিল। তার পরের দিনও তৃণমূল এবং আইএসএফের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে উত্তপ্ত হয় ভাঙড়। উভয় পক্ষের হাতাহাতিতে জখম হন বেশ কয়েক জন। কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগও ওঠে। অভিযোগের তির ছিল শাসকদলের দিকে। যদিও তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যেতে হয় ভাঙড় ডিভিশনের উপ-নগরপাল সৈকত ঘোষ-সহ পদস্থ পুলিশকর্তাদের। এর পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় টহল দেয়। তার মধ্যেই আবার গন্ডগোলে সেই ভাঙড়ে।তাতে গুলি চালানোরও অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আগামী ২১ জানুয়ারি আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস। আইএফএফের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় কর্মীরা ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকায় দলের পতাকা লাগাচ্ছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের লোকেরা বাধা দেন। তা নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত। আইএসএফ কর্মীদের দাবি, তাঁদের তৃণমূলের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। তাতে জখমও হয়েছেন দু'জন আইএসএফ কর্মী। তিন রাউন্ড গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ তুলেছে আইএসএফ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কাশীপুর থানার পুলিশ।

ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম সব অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, আইএসএফের লোকেরাই গুলি চালিয়েছেন। তাঁর কথায়, "তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছে আইএসএফ কর্মীরা।"

দীপ্সিতার মুখে রাম মন্দির,

ভাষণ শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন যুবক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এসএফআইয়ের জেলা সম্মেলন চলছে বীরভূমে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে রামপুরহাট ছফুকোর কাছে এদিন একটি প্রকাশ্য সভা ছিল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন এসএফআই নেত্রী দীপ্সিতা ধর। মঞ্চে উঠে শুরু থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে অলআউট অ্যাটাকে নামতে দেখা গেল দীপ্সিতাকে। রাম মন্দির ইস্যুতেও তুলোধনা শুরু করেন।প্রসঙ্গত, হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। উদ্বোধন হবে অযোধ্যার বহু প্রতীক্ষিত রামমন্দির। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। যা নিয়ে দেশজুড়ে চলছে চর্চা। তারমধ্যে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে তরজা শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। এদিকে রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা হচ্ছে বলে আশঙ্কা করছে বামেরা। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য জেলায় জেলায় সার্কুলার দেওয়া হয়েছে রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে।পদ্ম শিবিরকে এক হাত নিয়ে দীপ্সিতা বলতে থাকেন, "সরকারের দায়িত্ব মানুষের অন্ন-কাপড়-বাসস্থানের সংস্থান করা। মন্দির-মসজিদ বানানো সরকারের কাজ নয়। মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের কাজ নয়। গত সাড়ে ৯ বছরে দেশে শাসন চলেছে তাতে কোনও মানুষই ভাল থাকেননি। তথ্য বলছে, গত সাড়ে ৯ বছরে ভারতের বুকে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। প্রতিদিন ২০ জন করে আত্মহত্যা করেছে।" দীপ্সিতা যখন এ কথা বলছেন তখনই আচমকা দেখা গেল মঞ্চের পিছনে হালকা একটা উত্তেজনা। কিছু বোঝার আগেই দেখা গেল এক যুবক তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন। প্রতিবাদী যুবকের স্পষ্ট আপত্তি দীপ্সিতার 'হিন্দুত্ববাদী' রাজনীতি নিয়ে কথা বলায়।এদিকে চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে স্টেজের কাছে এগিয়ে এসেছেন একদল এসএফআই কর্মী সমর্থক। তাঁদের সঙ্গেও ওই যুবকের একপ্রস্থ বচসা হয়ে যায় বলে খবর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি শান্ত হয়। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যুবককে। যুবক বলছেন, আমার স্কুটিটা ওখানে রাখা ছিল। ওরা সব ওটায় বসে খারাপ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। ওটা দেখে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। তারপর দেখি একই কথা বলে যাচ্ছেন। তখনই প্রতিবাদ করি।

যদিও এ ঘটনাকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ দীপ্সিতা। ঘটনায় তিনি বলেন, আমি অনেক কথা বলেছি। কৃষকের কথা বলেছি, শ্রমিকের কথা বলেছি, কুস্তিগিরদের কথা বলেছি। কিন্তু উনি শুধু রামমন্দিরটাই শুনতে পেয়েছেন। আসলে যাঁরা সমস্যা তৈরি করতে চান। তাঁরা অনেক কিছুই খুঁজে বের করবেন। কিন্তু, আমরা জানি আমরা কোনও অযৌক্তিক কথা বলিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসের

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক কনভেনশন

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক কনভেনশন হরিশ্চন্দ্রপুর ১/বি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল চন্ডিপুর হাই স্কুল ময়দানে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিশেষ করে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক একমাত্র ১/এ এবং ১/ বি এই দুই ভাগে বিভক্ত। গত পঞ্চায়েতের ফলাফল ভরাডুবির কারণ অনেকে ব্লক ভাগের কারণকেই দায়ী করেছেন। বিশেষ করে আজকের এই ব্লক কনভেনশনে ১/এ এবং ১/বি ব্লক কে একত্রিত করার দাবি জানিয়েছে জেলা নেতৃত্বের কাছে। কেননা আগামী দিনে যেন একত্রিত হয়ে সকলে লড়াই করতে পারে তাই এই ১/এ ১/বি দুই ব্লক কে মিলিয়ে একটি করতে হবে বলে সকলের দাবি।

আজকের এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূল কংগ্রেসের ১/বি ব্লক সভাপতি মানিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন কনভেনশনে উপস্থিত থেকে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন আজকে আমাদের দলীয় কিছু আলোচনা হল এবং কেন্দ্র যে রাজ্যকে ভেঙে দেওয়ার একটা চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে দলের সকলকে নিয়ে আলোচনা করা হল।

লোকসংস্কৃতি উৎসব, আঞ্চলিক হস্তশিল্প ও

কৃষিপ্রাণিসম্পদ ও আদিবাসী মেলা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : লোকসংস্কৃতি উৎসব আঞ্চলিক হস্তশিল্প, কৃষি প্রাণিসম্পদ ও আদিবাসী মেলার উদ্বোধন হলো ১২ জানুয়ারি বর্ধমান জেলার নাদন ঘাট থানার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরুণ সংঘ ক্লাবের ময়দান, ইউনাইটেড হাই স্কুল ময়দান, খেলার মাঠ এই তিনটি স্থানে। এই দিনই স্বামী বিবেকানন্দের ১২৬ তম জন্মতিথিও পালন করা হয়। এই কৃষি মেলা ২৪ বছর পদার্পণ করল। প্রধান উদ্যোক্তা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই মেলা। বিদ্যানগর মোড় থেকে বিভিন্ন ট্যাবলো, নিত্য,ছৌ নাচ, ব্যঞ্জন সহকারে কয়েক হাজার মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন হলো। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এর সঙ্গে নায়িকা সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। এই মেলা আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, গান,নাটক, আবৃতি, যাত্রা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ বৃহৎ আকারের বিভিন্ন রকম সবজি, হস্তশিল্প কুটির শিল্প, পিঠে পুলি সহ, বাঁকুড়া জেলার হস্তশিল্প লক্ষ্য করা যায়। বহু দূর দুরান্ত থেকে এই মেলা দেখার জন্য ভিড় উপড়ে পড়ে। মেলা উপলক্ষে যারা ব্যবসায়ী বিভিন্ন স্টল দিয়ে থাকেন এই কদিন মেলা থেকে ভালই অর্থ উপার্জন করে থাকেন। মানুষ এই দিন গুলো অপেক্ষা করেন।

স্নান ঘাটের অবস্থা খারাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমুদ্র গর্ভে বিলীন হচ্ছে স্নানের ঘাট, সৈকত ভূমি। সাগর স্নানেরজন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি ঘাটের মধ্যে তিনটিই গ্রাস করেছে সমুদ্র। তাই মাত্র দুটি ঘাটেই এবারের মকর স্নান। এই দুটি ঘাটে এতো বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী কিভাবে স্নান করবেন? সেটাইএখনলাখ টাকার প্রশ্ন। সোমবার পৌষ সংক্রান্তির দিন পূণ্য স্নানের জন্য কাতারে কাতারে মানুষের ভীড় হতে পারে।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের মোদী সরকারের অনুকরণে মমতা ব্যানার্জির সরকার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মেলা, এসবকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। চরম আর্থিক সঙ্কটে চলা সরকার, বছর বছর সাগর মেলার বাজেটের গ্রাফকে উর্ধমুখী করে চলেছে। সেই বিপুল বাজেটে চলছে রকমারি আয়োজন ও মমতা ব্যনার্জির আত্ম প্রচার। কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর, সাগর মেলার বিজ্ঞাপনের বহর ছড়িয়ে দিতেই খরচ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। এছাড়াও সাগর মেলার ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে মেলা চত্বরে মমতা ব্যানার্জির এই সেই প্রকল্পের বিজ্ঞাপনের ফিরিস্তি তুলে ধরতে বিপুল খরচের প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে। যে সাগর মেলা এই রাজ্য ও দেশ বিদেশের মানুষের মিলনের ঐতিহ্য বহন করে, মমতা ব্যনার্জির শাসনকালে সেই সাগর মেলা ব্যক্তি প্রচারের চুড়ান্ত রমরমায় পরিনত হয়েছে। এই মেলা যেন আর মানুষের মিলনের নয়, তীর্থযাত্রীদের জন্য নয়। এ মেলা মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিদের মেলা, সেই ভাষ্যই ধরা দিচ্ছে সাগর মেলায়। এই আত্মপ্রচার সর্বস্বতায় মমতা ব্যানার্জিরা মেলার ঐতিহ্য ও পুণ্যস্নানের বিষয়টিকেই আড়ালে, আপডালে করে দিয়েছে। মেলার জন্য, পুণ্যস্নানের জন্য, সর্বোপরি সাগরের করাল গ্রাস থেকে কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন এলাকা, সেখানের দোকানিদের জীবীকা রক্ষার জন্য সরকারি উদাসীনতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সাগরমেলার ঐতিহ্য রক্ষা নয়,মেলাকে ঘিরে আত্মপ্রচার মোদ্দাকথা মমতা ব্যানার্জিদের।মাত্র দুটি স্নানের ঘাটে মানুষের ঢল নামলে নানা দূর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সাগর মেলায় পূণ্যস্নানটাই তীর্থ যাত্রীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সেটা নিয়েই তেমন তৎপরতা নেই মমতা ব্যানার্জির সরকারের। সাগর স্নানের জন্য

এরপর ৩ পাতায়

দিব্য কুমারের "হর ঘর মন্দির হর ঘর উৎসব"

ভজন পরিবেশনে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিব্য কুমারের 'হর ঘর মন্দির হর ঘর উৎসব' ভজন গানটি শুনে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এস্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেছেন যে বহু শতকের প্রতীক্ষার পর অবশেষে অযোধ্যা ধামে এক শুভ মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটেছে। এই শুভক্ষণে ভগবান শ্রী রামের বন্দনাগীত আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই। দিব্য কুমারের পরিবেশনের গুণে এই ভজন সঙ্গীতটি সকলের মনে আস্থা ও নিষ্ঠার এক বিশেষ বাতাবরণের উপলব্ধি এনে দেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ভজনটির গীতিকার সিদ্ধার্থ অমিত ভাবসার।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

পুলিশই আমাদের বাঁচিয়েছে', প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলায় আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশের সাধু

ঘটনা ঠিক কী? স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ থেকে তিন সাধু-সহ পাঁচজন গাড়িতে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ওই গাড়িটি পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি মোড়ে থামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন তরুণী সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি নিয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া করেছিল ওই তিন গেরুয়া বসনধারী। ফলে ভয়ে ওই তরুণীরা সাইকেল ফেলে ছুটে পাশের একটি ইটভাটায় পৌঁছন। পরে 'ছেলে ধরা'র গুজব রটতেই ওই গাড়ি ঘিরে ধরে এলাকার উত্তেজিত মানুষ। মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভাষাগত সমস্যার জন্য ভুল বোঝাবুঝি হয়। তার ফলেই তিন সাধুকে মারধর করে স্থানীয়রা। তবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এমনকী ওই তরুণী সাধুদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন বলে দাবি।

বঙ্গভূমে সাধুদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় বিজেপি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে রাজ্যের নেতারা শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক তরজার মাঝে আক্রান্ত সাধু মধুর সংবাদমাধ্যমে জানালেন, পুলিশ রক্ষাকর্তা। ওই রাতে গৌরাঙ্গডি মোড়ে যখন তাঁদের ঘিরে ধরে মারধর করছিল উত্তেজিত জনতা, তার ৫ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং সাধুদের উদ্ধার করে। নইলে তাঁরা মারাই যেতেন। তবে আক্রান্ত সাধুদের বক্তব্য, অভিযুক্তদের শাস্তি চান না। নিরাপদে পুরুলিয়া থেকে গঙ্গাসাগর পৌঁছনোই উদ্দেশ্য।

১-ম পাতার পর

সারা দেশে যা হয় না, তা বাংলায় হয়!' সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা নিয়ে অনুরাগ ঠাকুর

স্থানীয়দের হাতে আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেই ঘটনাকে 'নজিরবিহীন' বলে দাবি করেছেন অনুরাগ। রাজ্য সরকারকে বিঁধে তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলেই আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে ইডিকে। কেন রাজ্য সরকার দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাতে চাইছে?' এরপরই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, 'সাংসদ-বিধায়ক-কাউন্সিলরদের উপর থেকে কি রাশ আলগা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী? নাকি তাঁর নির্দেশেই গুন্ডারা তদন্তকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে?"

১-ম পাতার পর

এসএসকেএম যেতে দেওয়া হল না, অভিষেকের পাড়ায় আটকে কংগ্রেসের মিছিল, রাস্তায় বসলেন অধীর

বচসা বাঁধে। অধীরের নেতৃত্বে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কংগ্রেস কর্মীরা।

দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জেলে অসুস্থ হলেই এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিতসার জন্য। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন দুর্নীতিবাজরা শুধু এসএসকেএম-কে বেছে নিচ্ছে, তা বুঝতে হবে। এসএসকেএম-এ গেলে কেউ আর জেলে ফিরতে চাইছে না! বিষয়টি গড়িয়েছে আদালত পর্যন্তও। এরই প্রতিবাদে শনিবার কংগ্রেস কলকাতার বুকে এসএসকেএম অভিযানের ডাক দিয়েছিল।শুধু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সুজয়কৃষ্ণই নন, গোফতারের পরেএসএসকেএমে ভর্তি হয়েছেন এমন নামের তালিকা বেশ লম্বা। অনুব্রত মন্ডল, মদন মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়-- কে নেই সেই তালিকায়। অভিযোগ এইসব হেভিওয়েট নেতারা এসএসকেএমে ভর্তি থাকায় সাধারণ মানুষরা পরিষেবা পাচ্ছেন না। এমনকী সুজয়কৃষ্ণকে ভর্তি করানোর জন্য বাচ্চাদের আইসিইউ বেডও নাকি খালি করা হয়েছিল।

ধর্মক্ষেত্রে দাদাগিরি কেন?'

রামমন্দির উদ্বোধনের পুরোধা মোদিকে 'উন্মাদ' আখ্যা পুরীর শংকরাচার্যর

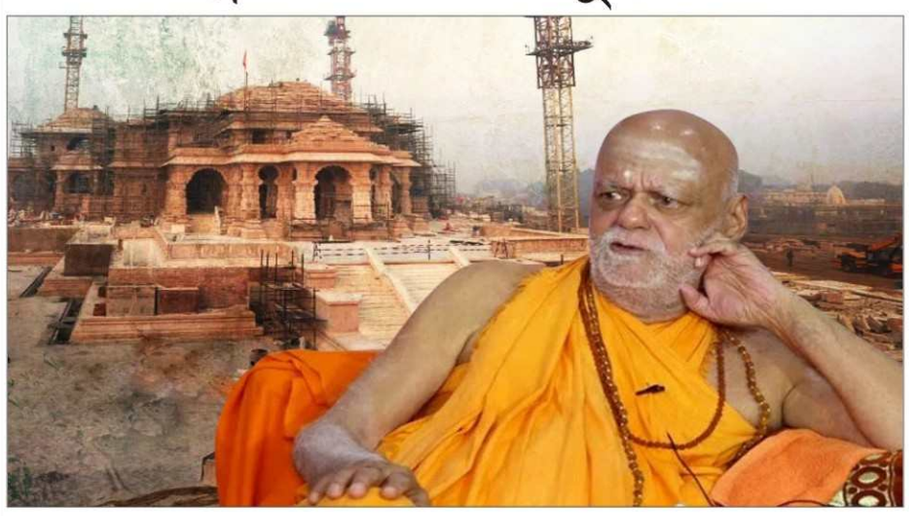

গঙ্গাসাগর: নিউজ সারাদিন : অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যাচ্ছেন না পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। সাগরমেলায় গঙ্গাসাগরে এসে শনিবার স্পষ্টই একথা জানিয়ে দিলেন তিনি। উলটে প্রধানমন্ত্রীকেই কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন শংকরাচার্য। শুধু তাই নয়, নরেন্দ্র মোদিকে ঘুরিয়ে 'উন্মাদ' আখ্যাও দিলেন তিনি।মোদিকে বিঁধে শংকরাচার্য আরও বলেন, 'রাজা কেউ নয়। প্রধানমন্ত্রীও বেতনভোগী। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে ধর্মীয় জায়গায় রাখা। সেটাই উচিত। সবকিছুতে হস্তক্ষেপ করা বা নিজের নেতৃত্বকে সব জায়গায় প্রমাণ করা উন্মাদের লক্ষণ। উন্মাদের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। রাধাকৃষ্ণণ, প্রণব মুখোপাধ্যায়দের মতো আগেও অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এধরণের কোনও উন্মাদনা ছিল না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজেকে বজায় রেখে সেই ধর্মীয় ক্ষেত্রকে উন্নত করতে হবে কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে উন্মাদনা সৃষ্টি করে 'দাদাগিরি' দেখানো উচিত নয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধানের অপমান হয়। দেশের আর্থিক ভিত যা আছে সরকারের তাতে নজর নেই। সেকারণেই দেশ অবনতির পথে যাচ্ছে। বাইরে খুব দেখানো হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বরং দেশের ভিত দুর্বল হচ্ছে।'তাঁর কথায়, 'যারা দেশের শাসন করছে তাদের শাসন করার দায়িত্ব শংকরাচার্যের। মূর্তি প্রতিষ্ঠা শাস্ত্র সম্মত বিধি মেনেই করা উচিত। এখানে লোভ, ভয় ও ভাবনার কোনও জায়গা নেই। সংবিধানসম্মত বিধিনিষেধ পালন করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির। ওই বিধিকে উপেক্ষা করে নিজের নাম প্রচার করার প্রয়াসের অর্থ, ভগবানের সঙ্গে বিদ্রোহ করা। আর নিজেকে হনুমানের গদা বানিয়ে ফেলা। এসব করে ভবিষ্যতে চুরমার হওয়ার রাস্তা নির্ধারিত করে ফেলা হয়েছে। ২২ তারিখ আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যাচ্ছি না। সেবায়েত ছাড়া অন্য কেউ ভগবানের মূর্তি বা বেদী স্পর্শ করতে পারে না। এটাই সনাতন ধর্মের মর্যাদা। প্রধানমন্ত্রী প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন আর আমি সামনে বসে হাততালি দেব? বৈদিক সংবিধান দেব, দানব, যমরাজ সবাই মানে। সবার কাছেই সেই সংবিধান কাম্য হওয়া উচিত।'

সোনাল মাতার সমগ্র জীবন ছিল জনকল্যাণে নিবেদিত।

দেশ ও ধর্মের প্রতি সেবার এক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তিনি

নতুন দিল্লি, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সোনাল মাতার জন্মশতবার্ষিকী কর্মসূচিতে ভিডিও-র মঞ্চে অংশগ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে ভাষণদানকালে তিনি বলেন যে সোনাল মাতার জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র পৌষ মাসে। এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকার অর্থ হল সোনাল মাতার আশীর্বাদ গ্রহণের সুযোগ লাভ। এই উপলক্ষে সমগ্র চারণ সমাজকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, চারণ সম্প্রদায়ের কাছে মাতাধাম হল শক্তি, সম্ভ্রম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যের এক কেন্দ্রভূমি। সোনাল মাতার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। সোনাল মাতার জন্মশতবর্ষ উৎসবের তিন দিন ব্যাপী কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে ভগবতী স্বরূপা সোনাল মাতা ভারতাত্মার এক সজীব দৃষ্টান্ত। গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র হল মহান সাধুসন্ত ও ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ ভূমি। বহু মহাপ্রাণ ব্যক্তি ও সাধুসন্ত এই অঞ্চলের মানুষকে আলোর পথে চালনা করেছেন। সৌরাষ্ট্রের এই শাশ্বত ঐতিহ্যের এক বিশেষ অংশ হিসেবে শ্রী সোনাল মাতা ছিলেন আধুনিক যুগের মানুষের কাছে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানবতাবাদী শিক্ষাদর্শ তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব এবং ঐশ্বরিক আকর্ষণ এনে দিয়েছিল যা আমরা জুনাগড় ও মাধদার সোনাল ধামে উপলব্ধি করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোনাল মাতার সমগ্র জীবন ছিল জনকল্যাণে নিবেদিত। ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করার পাশাপাশি দেশের প্রতি তিনি একনিষ্ঠ সেবারও আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ভগৎ বাপু, বিনোবা ভাবে, রবিশঙ্কর মহারাজ, কানভাই লাহেড়ি এবং কল্যাণ শেঠের মতো মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। চারণ সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। বহু তরুণ ও যুবককে সঠিক পথ দেখিয়ে তাঁদের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি, শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজকে নেশামুক্ত করার কাজেও তাঁর অবদান ছিল অনন্য। কুপ্রথা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব, একথাও প্রচার করে গেছেন তিনি। এমনকি, জীবজন্তু সহ সমগ্র প্রাণীকুলকে রক্ষা করার বাণীও তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার কাজেও সোনাল মাতার অবদান ছিল অপরিসীম। দেশ বিভাজনের সময় জুনাগড়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও দেবী চন্ডীর মতো তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। শ্রী সোনাল মাতাকে চারণ সম্প্রদায়ের এক মহান প্রতীক বলে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারতের পুঁথিপত্রেও চারণ সমাজের অবদানের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণের মতো পবিত্র গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে চারণ সম্প্রদায়ের। সেখানে বলা হয়েছে যে চারণ সম্প্রদায়ের মানুষ হলেন স্বয়ং শ্রীহরির উত্তরসূরী তথা বংশধর। এই সমাজের ওপর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল মা সরস্বতীরও। পূজ্য তরণবাপী, ঈশ্বর দাস, পিঙ্গালশ্রী বাপু, কাগ বাপু, মেরুভা বাপু, শঙ্করদান বাপু, শম্ভুদান জী, ভজনিক নারায়ণস্বামী, হেমুভাই গাধভি, পদ্মশ্রী কবি দাদ এবং পদ্মশ্রী ভিখুদান গাদভি সহ চারণ সমাজের বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চারণ সাহিত্যের যে বিশাল সম্ভার রয়েছে তা তাঁদের ঐতিহ্যকে প্রমাণ করে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বা আধ্যাত্মিক গীত সর্বত্রই বহু শতাব্দী ধরে চারণ সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে এসেছে। শ্রী সোনাল মাতার বলিষ্ঠ ভাষণও এর আর একটি দৃষ্টান্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোনাল মাতা প্রথাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও ছিল অগাধ। তাঁর মুখে রামায়ণের কাহিনী একবার যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা কখনই তা বিস্মৃত হতে পারেননি। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা জানলে সোনাল মাতার নিশ্চই আনন্দের সীমা থাকতো না। দেশের বিভিন্ন মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রী মোদী বলেন, এই লক্ষ্যে আমাদের সকলকে মিলিত ভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং এই ভাবেই শ্রী সোনাল মাতার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আমরা নিবেদন করতে পারব। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সোনাল মাতার অনুপ্রেরণা দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে আমাদের নতুন শক্তি জুগিয়েছে। কারণ, আমরা এখন ব্রতী হয়েছি এক স্বনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে।

২ পাতার পর

স্নান ঘাটের অবস্থা খারাপ

যে পাঁচটি ঘাট নির্দিষ্ট করা থাকে সেগুলোর প্রায় সবকটিই গ্রাস করেছে সাগর। এনিয়ে সরকারের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট খামতি রয়েছে বলেই অভিযোগ কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন স্থানীয় দোকানদারদের। স্থানীয়দের অভিযোগ সাগর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। জলোচ্ছ্বাসে পাড় ভেঙে স্নানের ঘাটগুলো বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে সরকারের উদ্যোগে যথেষ্ট খামতি রয়েছে।জলোচ্ছ্বাস থেকে পাড়গুলো রক্ষার জন্য নামকাওয়াস্তে ব্যবস্থা নিয়ে কার্যত দায়সারা ভুমিকায় দেখা যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জির সরকারকে। ২০২৩,মেলার কয়েক মাস আগে শালবল্লা ও বালি, মাটির বস্তা দিয়ে পাড়ের ধারে ধারে যে বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই অপক্ত, অবৈজ্ঞানিক, পরিকল্পনাহীন কাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমুদ্র লাগাতার তার তান্ডব চালিয়েছে। ভেঙে গেছে কোটি কোটি খরচের বাঁধন। বাঁধে দেওয়া বালি, কাদার বস্তা ধ্বসে এখন ১ থেকে ৩ নম্বর ঘাটে ভাঁটার সময় চটচটে কাদা। সেখানে নামা যায়না। নামলে দূর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। তাই ১ থেকে ৩ নম্বর ঘাট এখন নিষিদ্ধ। চারিদিকে সাবধান বার্তার ব্যানার ঝুলছে। এদিকে পূণ্যস্নানের নির্দিষ্ট করা ৪ এবং ৫ নম্বর ঘাটের অবস্থাও খারাপ। সেখানেই শনিবার কাতারে কাতারে মানুষের ঢল নামতে দেখা গেছে। পূণ্যস্নান করতে নেমে অনেকেই ভীড়ের চাপে এদিন বিধ্বস্ত, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার মকরসংক্রান্তির দিন স্নানের জন্য আরও মানুষের ঢল নামলে তা কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে সেটাই এখন বড় দুশ্চিন্তার বিষয়!

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১৪ সংখ্যা ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ রবিবার ২৮ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শুভেন্দুই কি সব করাচ্ছেন?
কুণাল থেকে সুজিত নিশানায় একজনই

তখনও তেলঙ্গনার ভোট হয়নি। হায়দরাবাদে একটা ঘরোয়া আড্ডা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের অতি ঘনিষ্ঠ এক নেত্রী কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী নাকি তৃণমূলের একশ জন নেতা-মন্ত্রীর তালিকা ইডিকে দিয়েছেন!'বাংলার প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার বিষয় নিয়ে তোলপাড় ফেলে দিতে চেয়েছিলেন অভিষেক। সেই আন্দোলন গতি পাচ্ছিল। তার উত্তর দিতে বিড়ম্বনায় পড়ছিল বিজেপিও। কিন্তু পুজোর আগে হঠাতই মাঝপথে থেমে গিয়েছে সেই আন্দোলন। বরং বাংলার রাজনৈতিক তর্কে ফের ফিরে এসেছে দুর্নীতির প্রসঙ্গ। যা থেকে সুবিধা নিতে চাইছেন শুভেন্দুরা। তাঁকে পাল্টা চোর বলে সমালোচনা করে তৃণমূল পাল্টা ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিনা সেই চ্যালেঞ্জ এখন কুণাল-সুজিতদের সামনে।তেলঙ্গনার এই নেত্রীকেও ইডি জেরা করেছিল। তাদের অফিসারদের কাছ থেকেই নাকি শুভেন্দুর কথা শুনেছেন তিনি! ওই নেত্রী কে, তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হল, কথা কতদূর ছড়িয়েছে।

শুক্রবার রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ও প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায়ের বাড়িতে ইডির তল্লাশি চলেছে। তার পর ফের শাসক দল নিশানা করেছে শুভেন্দুকেই। তল্লাশি শেষে ইডি অফিসাররা বেরিয়ে যাওয়ার পর সুজিত বসু পরিষ্কার বলেছেন, ইডি অফিসারদের তিনি কোনও দোষই দিচ্ছেন না। ওঁরা সরকারি কাজ করতে এসেছিলেন। বরং শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সমালোচনার জ্বালামুখ খুলে দিয়েছেন সুজিত। শুধু দমকল মন্ত্রী নন, দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারসবার নিশানায় ছিলেন শুভেন্দুই। নারদ কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে এনে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন কেন বিরোধী দলনেতার বাড়িতে ইডি-সিবিআই যাচ্ছে না? পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করছেন, শাসক দলের এহেন আক্রমণের কারণে এই ধারনা জোরাল হচ্ছে যে, এই সব তল্লাশি অভিযানের পিছনে কলকাঠি নাড়ছেন শুভেন্দুই। তাতে উল্টে বিজেপির মধ্যে শুভেন্দুর মুখটাই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে, বরং অনেকটাই পার্শ্ব চরিত্র হয়ে যাচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা।

বাংলায় বিজেপির রাজ্য জুড়ে গ্রহণযোগ্য মুখের সংখ্যা নিতান্তই কম বলে অনেকের ধারনা। এক সময়ে বিজেপির অতি পরিচিত মুখ ছিলেন রাহুল সিনহা। তিনি অনেকটাই আড়ালে চলে গেছেন। দলের একাংশের মধ্যে জনপ্রিয়তা থাকলেও বিজেপির সাংগঠনিক বিষয়ে এখন দিলীপ ঘোষেরও বিশেষ ভূমিকা নেই। বরং গেরুয়া শিবিরের ভিতরেও এই বার্তাই পরিষ্কার যে দিল্লির পছন্দের লোক হলেন শুভেন্দুই।

কৌতূহলের বিষয় হল, তিনিই যে কলকাঠি নাড়ছেন, এই ধারণাকে শুভেন্দু কীভাবে নিচ্ছেন? বিজেপির একাংশ নেতার কথায়, এতে আহ্লাদিত শুভেন্দু। কারণ, তিনিও সম্ভবত চান যে এই ধারনা তৈরি হোক। অতীতে তাঁর একাধিক মন্তব্যের মাধ্যমে শুভেন্দু সেই কথাটা বোঝানোর চেষ্টাও করেছেন বলে তাঁরা মনে করেন। যেমন বিধানসভার মধ্যেই নৈহাটির বিধায়ক তথা সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে এজেন্সির ভয় দেখিয়েছিলেন শুভেন্দু। সভার মধ্যেই বলেছিলেন, 'এক মাসের মধ্যে ভিতরে ঢুকিয়ে দেব।'

আবার রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে বাকিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পর বলেছিলেন, 'এই কাণ্ডে হিডকোর যোগ আছে। কয়েকজন মন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িত। খোদ ফিরহাদ হাকিম ফ্ল্যাট দিয়েছেন। পকেটে তথ্য প্রমাণ নিয়ে ঘুরছি। ২ দিনের মধ্যেই সবটা সামনে আনব। মন্ত্রীরা কেউ বাঁচতে পারবে না।'রাজ্যে শাসক দলের কিছু নেতা মনে করেন, শুভেন্দুর প্ররোচনা রয়েছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। আসলে বিজেপির এখন মূল উদ্দেশ্য হল তৃণমূলের সবাইকে চোর প্রতিপন্ন করা। সেই কারণেই তাঁকে পাল্টা চোর বলে সমালোচনা করছে শাসক দল। কিন্তু এই হোয়াটেবাউটারির একটা বিকল্প কৌশলেও শান দেওয়া যেত। যা শুরু করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার বিষয় নিয়ে তোলপাড় ফেলে দিতে চেয়েছিলেন অভিষেক। সেই আন্দোলন গতি পাচ্ছিল। তার উত্তর দিতে বিড়ম্বনায় পড়ছিল বিজেপিও। কিন্তু পুজোর আগে হঠাতই মাঝপথে থেমে গিয়েছে সেই আন্দোলন। বরং বাংলার রাজনৈতিক তর্কে ফের ফিরে এসেছে দুর্নীতির প্রসঙ্গ। যা থেকে সুবিধা নিতে চাইছেন শুভেন্দুরা। তাঁকে পাল্টা চোর বলে সমালোচনা করে তৃণমূল পাল্টা ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিনা সেই চ্যালেঞ্জ এখন কুণাল-সুজিতদের সামনে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তান্ডমহাব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্লক্ষপ্রস্রবণ ও বিনাশস্থল হিসেবে বিনশনের নামোল্লেখ আছে। লাট্যায়ণের শ্রৌতসূত্র মতে, সরস্বতী নামক নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিতা, তার প্রথম ও শেষভাগ সকলের প্রত্যক্ষ গোচর, মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন, যা কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আমরা সর্বদাই সবকিছু জেনে বুঝেও অবুঝের মত কাজ করে থাকি। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে লড়াই করতে করতেই আমরা অনেকে ক্লান্ত। তবে সবকিছু ঈশ্বরের যে লীলাখেলা এটা আমরা শেষ মুহূর্তে গিয়েই স্বীকার করি। প্রতিটা ইতিহাসের পিছনে মানুষের অস্তিত্বের লড়াই সততার সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই।ধ্বংসলীলার জন্য পৃথিবীর বুকে বারবার মানুষকে দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু কেন? অহংকার বেশি হওয়ার ফলে আমরা নিজেরাই পৃথিবী কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।ভগবান নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবী কে বারংবার মানবসভ্যতা বিলুপ্ত করেছে। ভগবান নিজেই মানবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপ দিয়েছে, ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রাণী বানিয়েছে। ঈশ্বরের নাম যজ্ঞ করার জন্য, কিন্তু নাম যজ্ঞ না করে আজকের যুগেও অসৎ কাজ এবং অহংকারে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই কারণেই আজ এই মহামারী যার নাম "করোনা"ঈশ্বর তেমনি লীলা খেলায় মেতে উঠেছে ঈশ্বরভক্তি মানুষ এটাই মানে!যুগ যুগ ধরে ধ্বংস করার পিছনে সৃষ্টি করে গেছে সেই জন যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুগে যুগে অবতার হয়ে এই পৃথিবী কে রক্ষা করেছে। আমরা সকল ধর্মের এমনই এক প্রবর্তক যিনি হচ্ছেন আজ আমাদের ঈশ্বর। আর সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান চারিযুগে চারটি ভিন্ন ভিন্ন রুপ ও বর্ণ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হন। ভগবান কেন যুগে যুগে আর্বিভূত হন সে সম্পর্কে তিনি ভগবত গীতার (৪/৮) শ্লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করে বলেছেন- পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দূষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ "সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"কলিযুগে ভগবান কখন আবির্ভূত হবেন সে সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কলিযুগে ভগবান তিনটি ভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হবেন। তিন অবতারের একজন হচ্ছেন ভগবান বুদ্বদেব আরেকজন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এই দুই অবতারে ভগবান ইতোমধ্যে লীলা বিলাস সম্পূর্ণ করেছেন। কলিযুগের তৃতীয় অবতার রুপে ভগবান কল্কিদেব সম্ভল নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কলিযুগের শেষাংশে আবির্ভূত হবেন। এখন এই তিন অবতারের কার্য কি হবে সেটাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা আছে।বুদ্ধদেব সম্পর্কে ভগবতে বলা হয়েছে - সন্মোহায় সুর; দ্বিষাম "ভগবান বুদ্বদেব আবির্ভূত হবেন নাস্তিকদের দণ্ড দিয়ে সমাজে অহিংসা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি হবেন প্রেমের অবতার। তাঁর কার্য দণ্ড দেয়া নয়, তিনি পাপী-তাপী সবার মাঝে কৃষ্ণ নামের প্রেম সুধা বিতরণ করবেন।ভগবানের শুদ্ব নাম বিতরণে তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন, নামরুপে কৃষ্ণ অবতার। কলিযুগের সর্বশেষ অবতার কল্কি অবতারের কার্য তাহলে কি? কল্কি অবতারের আসার এখন ও ৪ লক্ষ ২৭ হাজার বছর বাকি আছে। কল্কি অবতারের কার্য সম্পর্কে ভাগবতে আছে তিনি দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে পুনরায় সত্যযুগের সূচনা করবেন।সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগকে একত্রে বলা হয় এক দিব্যযুগ এরকম একহাজার দিব্যযুগে ব্রহ্মার হয় একদিন। ব্রহ্মার একদিনে ভগবান একবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এমনই এক দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষভাগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে চতুর্ভূজ বিষ্ণুরুপে জনক-জননীর সামনে আবির্ভূত হন। পরে তিনি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রুপে প্রকাশিত হন।যাই হোক এতক্ষণ আমরা ভগবানের আবির্ভূত ও আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে জানলাম। এবার দৃষ্টিপাত দেয়া যাক ভগবানের অন্তর্ধান রহস্যের দিকে।

ভগবানের অন্তর্ধান সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের অনেকেরই শাস্ত্রীয় সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অনেকেই অনেক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। অনেকেই মনে করেন যে, জ্বরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে।কিন্তু ভগবান নিজেই গীতায় বলেছেন তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত। অর্থাৎ তিনি অজ এবং অব্যয়। তাহলে শিকারির সামান্য আঘাতে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়? ভগবানের অন্তর্ধান রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অনান্য প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দেখে যাদবগণকে প্রভাসে সরস্বতী নদীর তীরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করতে আদেশ করেন। যাদবগণ কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে তাঁরা উৎসবে মগ্ন হন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় পান করে সবাই নেশা গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে একে অপরকে হত্যা করে যার বদৌলতে যাদবগণের কেউ আর জীবিত ছিলেন না।এদিকে শ্রীবলরাম সমুদ্রতীরে গমন করে নিজের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে নিত্যধামে প্রবেশ করেন। বড় ভাই বলরামের অন্তর্ধান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকে মৌনভাবে ভূমিতে উপবেশন করেন। তারপর জরা নামক এক শিকারি দূর থেকে ভগবানের বাম পদতলকে হরিণ মনে করে তীর বিদ্ধ করে। শিকারি তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পেরে ভগবানের পদতলে পতিত হয়ে তার এহেন কার্যের জন্য দণ্ড গ্রহণের অনুরোধ করে। কিন্তু ভগবান শিকারিকে বলেন যে, সে যে কার্য করেছে তা তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে।এতে তার অনুশোচনা করার কোন কারণ নেই এবং দণ্ড গ্রহণেরও প্রয়োজন নেই। আসলে ভগবান তো ভক্ত বৎসল। তাঁর ভক্তের দোষ ত্রুটি তিনি মার্জনা করেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁর ভক্তের চরণে অপরাধ করে তবে সেটি তিনি মার্জনা করেন না। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শিকারিকে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠ ধামে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁর নিত্যধাম গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। এই হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান রহস্য।একটু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি কালীয় নাগ, অকাসুর, বকাসুর সহ বড় বড় অসুরদের বধ করলেন এমনকি পুতনার মত রাক্ষসীর বিষ মাখানো স্তন পান করেও যার মৃত্যু হয় নি, তার কিভাবে সামান্য এক শিকারির ছোঁড়া তীরে মৃত্যু হবে?

আসলে কি জানেন এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের লীলাখেলা,যে খেলার মধ্যে তিনি এই কলিযুগে বারংবার অবতার হওয়ার কথা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে!কলির ধ্বংসের কারণ আপনারা নিজে চোখে দেখতে পারছেন, দেখুন না আজকের যুগের মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য খুন, খামারি ,রাজধানী, ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ফিরছেন বিদ্যা বালান, ফের বাজবে 'আমি যে তোমার'!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'ভুল ভুলাইয়া' ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই সিনেমার জনপ্রিয়তার পেছনে চিত্রনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও প্রথম কিস্তির সিনেমাটির সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া অভিনেত্রী বিদ্যা বালানকে।

আসতে চলেছে 'ভুল ভুলাইয়া ৩'; আর তাতে ১৭ বছর পর মঞ্জুলিকা হয়ে ফিরছেন বিদ্যা। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় করা কার্তিক আরিয়ানও রয়েছেন নতুন পর্বে।

'ভুল ভুলাইয়া ৩' নির্মাণ করবেন পরিচালক আনিস বাজমি। পরিচালক বলেছেন, বিদ্যাকে ঘিরে এই সিনেমার তৃতীয় পর্বের কাহিনী বোনা হয়েছে। 'ভুল ভুলাইয়া ৩'র বেশিরভাগ অংশের শুটিং হবে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েক জায়গায়।

২০০৭ সালে এই সিরিজের প্রথম সিনেমা 'ভুল ভুলাইয়া'; নির্মাণ করেছিলেন পরিচালক প্রিয়দর্শন। সিনেমাটি মূলত ১৯৯৩ সালের মালায়ালাম চলচ্চিত্র 'মনিচিত্রথাঝু'র রিমেক। অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান অভিনীত 'ভুল ভুলাইয়া' দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে কুড়িয়েছিল অকুণ্ঠ প্রশংসা। বিশেষ করে বিদ্যার ধ্রুপদী নৃত্য এবং কোনো কোনো সংলাপে ঝরঝরে বাংলা বচন তাকে আলাদা করে তুলেছিল।

এরপর ২০২২ সালে আসে 'ভুল ভুলাইয়া ২'। তবে এটি কোনো রিমেক সিনেমা ছিল না। প্রথম কিস্তির গল্পের রেশও দেখা যায়নি দ্বিতীয়টিতে। এমনকি অভিনয় শিল্পী শিল্পী, কলাকুশলীসহ নতুন টিম নিয়ে 'ভুল ভুলাইয়া ২' বানাতে মাঠে নামেন পরিচালক আনিস বাজমি। সেবার বাজমি এই সিনেমায় নিয়ে আসেন কার্তিক আরিয়ানকে, আর বিদ্যার চরিত্রটি করেন টাবু। বছরের শেষ নাগাদ দীপাবলীতে 'ভুল ভুলাইয়া ৩' মুক্তি দিতে চাইছেন বাজমি।

সেই অন্তরঙ্গ দৃশ্যের আগে তৃপ্তিকে যা বলেছিলেন রণবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক মাস হতে চলল মুক্তি পেয়েছে সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত ছবি 'অ্যানিম্যাল'। বক্স অফিসে মারকাটারি ব্যবসা করলেও ছবিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। রণবীর কাপুরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে দেখা গেছে অভিনেত্রী তৃপ্তি ডিমরিকে। যে দৃশ্যকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে অভিনেত্রীকে। এমনকি তার মা-বাবারও এ বিষয়ে মত ছিল না। কিন্তু এই দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে যে তিনি অস্বস্তিতে পড়েননি সে কথা বার বার বলেছেন তিনি। অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয়ের আগে তাঁকে কী বলেছিলেন রণবীর?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে ঘিরে বাড়তে থাকা একাধিক বিতর্ক প্রসঙ্গে তৃপ্তি বলেন, 'আমি অভিনেত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিজে থেকেই। কেউ আমাকে বাধ্য করেনি। আমার এই পেশায় আসার কারণ, এই কাজটা আমার মধ্যে শিহরণ জাগায়। আমি যখন অভিনয় করি, একটা চরিত্র হয়ে উঠি, তা আমার ক্ষতে মলম লাগায়।' একদিকে তৃপ্তি যেমন এই কথা জানিয়েছেন, পাশাপাশি রণবীর কাপুর তাকে এমন একটা দৃশ্য অভিনয় করতে যে সাহায্য করছেন সেটাও জানান।

তৃপ্তির কথায়, 'ওই দৃশ্য শুট করার সময় ঘরে পরিচালক, আমি, রণবীর ও চিত্রগ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। রণবীর বার বার জিজ্ঞেস করছিল, 'তুমি ঠিক আছ তো? তোমার কিছু প্রয়োজন আছে? তুমি স্বচ্ছন্দ তো?' তৃপ্তি বলেন, 'যখন আশপাশের মানুষেরা তোমাকে এতটা সাপোর্ট করেন, তখন আর কিছুই অস্বস্তিকর বলে মনে হয় না।'

অশান্তি এড়াতে নিজের ৪ অফিস ভাড়া দিলেন অমিতাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া রায় এবং অভিষেক বচ্চনের দাম্পত্য সম্পর্ক এখন নেটিজেনদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। শোনা যাচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে বিবাদে জড়ানোর গুঞ্জন পাওয়া গেছে অমিতাভ কন্যা শ্বেতা বচ্চন নন্দার বিরুদ্ধে।

অমিতাভ বচ্চনের সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে চলছে আলোচনা। তার মাঝেই 'বিগ বি' ভাড়া দিলেন তার কোটি টাকার সম্পত্তি। মুম্বাইয়ের ওশিওয়াড়া অঞ্চলের একটি বহুতল আবাসিক ভবনের ২১ তলায় মোট ৪টি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তিনি। এবার সেগুলোই ভাড়া দিলেন 'ওয়ার্নার মিউজিক ইন্ডিয়া লিমিটেড' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে। তারা ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩ লাখ রুপি অগ্রিম দিয়েছে অমিতাভকে। খবর এনডিটিভির।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিনধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বলিউড স্টার অমিতাভের সম্পত্তি। গত কয়েক বছরে দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, এ সম্পত্তি নিয়েই তাদের সংসারে অশান্তির শুরু। মুম্বাইয়ে একাধিক ফ্ল্যাট ছাড়াও ৩টি বাংলো রয়েছে অমিতাভ বচ্চনের। এদের মধ্যে একটির নাম জলসা এবং অন্যটি হলো 'প্রতীক্ষা'।

শোনা যাচ্ছে, বিয়ের পর ঐশ্বরিয়া নাকি থাকতেন অমিতাভের প্রতীক্ষাতেই। সম্প্রতি সেই বাংলো মেয়ে শ্বেতা বচ্চন নন্দাকে লিখে দেয়ায় চটেছেন ঐশ্বরিয়া। এ ঘটনায় নাকি বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়িয়েছে। যদিও নিজেদের বিবাদ নিয়ে কখনই প্রকাশ্যে মন্তব্য করেননি বচ্চন পরিবারের কেউই। বরং মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের স্কুলের অনুষ্ঠানে হাতে হাত রেখে দেখা আসতে দেখা গেছে অভিষেক-ঐশ্বরিয়াকে।

দর্শকরা চায় নায়িকারা নায়কের জুতো চাটুক; কেন বললেন কঙ্গনা?

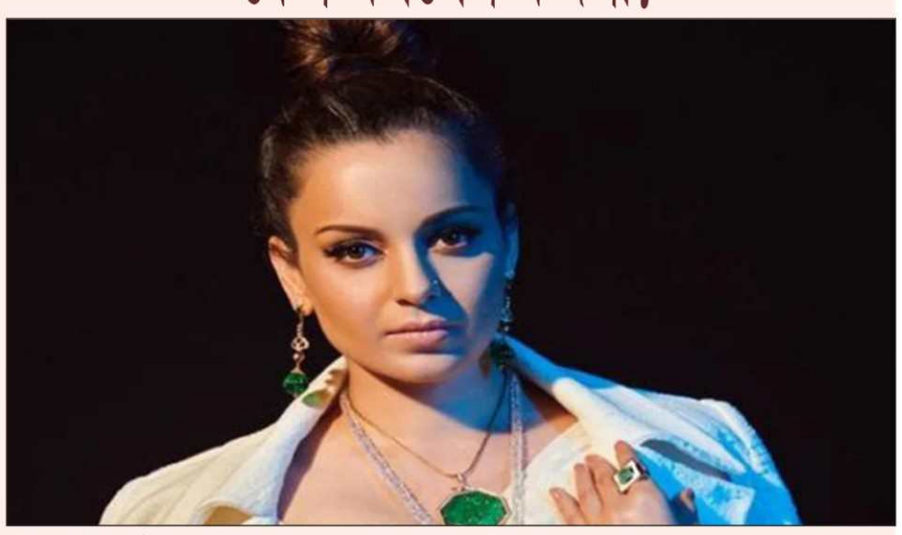

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল'। ছবিতে রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন অনেকে। কিন্তু পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা ছবিতে যেভাবে নারীবিদ্বেষ দেখিয়েছেন সেটি সমাজের ক্ষেত্রে মোটেই ভালো না বলে মনে করছেন সমালোচকদের একাংশ। যেমন- অ্যানিম্যাল ছবির একটি দৃশ্যে জুতো চাটার অংশটি নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাভেদ আখতার। তার কথায়, এ ধরনের দৃশ্য নারীদের অসম্মান করে। এবার একই দৃশ্য নিয়ে মুখ খুলেছেন কঙ্গনা রানাউত।

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় কঙ্গনা নেটিজেনের টুইট শেয়ার করেছেন। যেখানে নেটিজেন, কঙ্গনার ফ্লপ ছবি 'তেজস'-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেই টুইট শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, আমার ছবিকে বার বার বদনাম করা হয়েছে। এর পেছনে একাংশের অর্থ কাজ করেছে। আমি লড়ে যাচ্ছি। এমন কিছু ছবি করেছি, যা নারীদের মাথা উঁচু করে। কিন্তু দুঃখ, দর্শকরাও আজকাল চায় নায়িকারা নায়কের জুতো চাটুক! এমন অবস্থা চললে, হয়ত ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার বদলে ফেলতে হবে।

প্রায় ৩ বছর পর
শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলে ম্যাথিউস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় ৩ বছর পর শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে ভাবনায় রেখে তাকে দলে ফেরানো হয়।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। ১৬ জনের সেই দলে জায়গা পেয়েছে ম্যাথিউস।

২০২১ সালের মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ম্যাথিউস। ২০২৩ সালে দুই বছরের বেশি সময় পর ওয়ানডে দলেও ফিরেছিলেন। সর্বশেষ বিশ্বকাপে শুরুতে দলে না থাকলেও মাঝপথে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে জায়গা পাননি তিনি।

শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দল ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (অধিনায়ক), চারিথ আসালাঙ্কা, কুসাল মেন্ডিস, সাদিরা সামারাউইক্রামা, কুসাল পেরেরা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, দাসুন শানাকা, ধানাঞ্জয়া ডি সিলভা, কামিন্দু মেন্ডিস, পাথুম নিসাঙ্কা (ফিটনেসের ভিত্তিতে), মাহিশ থিকশানা, দুশমান্থ চামিরা, দিলশান মাদুশানকা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুষারা, আকিলা দানাঞ্জয়া।

ক্যারিয়ার জুড়ে
অবসাদে ছিলেন আঁরি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অল্পের জন্য দু'বার ব্যালন ডি'অর জেতা হয়নি থিয়েরি আঁরির। ফুটবল ক্যারিয়ারে সম্ভাব্য বাকি সব জিতেছেন তিনি। ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন, রানার্সআপও হয়েছেন। ইউরো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও ছুঁয়েছেন। আর্সেনাল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকার।

ওই থিয়েরি আঁরি দাবি করেছেন, ক্যারিয়ারজুড়ে মানসিক অবসাদ নিয়ে খেলেছেন তিনি। ক্লাব ক্যারিয়ারে ৩৬৬ গোল ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৫১ গোল করা আঁরির মতে, তিনি যে অবসাদগ্রস্ত ছিলেন, ফুটবল ক্যারিয়ারে তা ঠিকঠাক বুঝতেন না। তবে করোনাকালে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ঘরবন্দি জীবনে প্রতিদিন কাঁদতেন তিনি।

ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে আঁরি এক পোডকাস্টে বলেন, ওক্যারিয়ারজুড়ে, হয়তো জন্মের পর থেকেই আমি অবসাদগ্রস্ত ছিলাম। আমি তখন হয়তো এটা জানতাম না। হয়তো অবসাদ কাটিয়ে উঠতে তেমন কিছু করিওনি। একটা উপায় বের করে মানিয়ে নিতে হয়েছে। আমি ক্যারিয়ারে সোজা পথে হেঁটেছি এমন নয়, তবে একটার পর একটা পা তুলে হেঁটে যেতে হয়েছে। কখনও থামিনি আমি।

করোনার সময় কানাডার মন্ট্রিয়লে ছিলেন আঁরি। মন্ট্রিয়ল ইমপ্যাক্টে কোচিং করানোর সময় আইসোলেশনে থাকতে হয়। পরিবারের কাছে ফিরতে পারেননি প্রায় এক বছর। ওই দুঃসময়ের বর্ণনা দিয়ে আঁরি বলেন, 'বাচ্চাদের সঙ্গে এক বছর কোনো দেখা ছিল না। সময়টা বড্ড কঠিন ছিল। করোনার ওই সময়টায় আমি একেবারেই থেমে যাই। আর সামনে এগোতে পারছিলাম না। কোনো কারণ ছাড়াই প্রতিদিন কাঁদতাম। এমনিতেই চোখ দিয়ে জল গড়াত।'

আঁরি জানান, করোনার বিধিনিষেধ কমলে সন্তানদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ওই প্রথমবার নিজেকে একজন ফুটবলার ও কোচের বাইরে মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করেন তিনি। 'আমার কাজ কি শুধু মানুষকে আনন্দ দেওয়া'- নিজেকে এই প্রশ্ন করেন এবং ব্যাগ গুছিয়ে মন্ট্রিয়লের কোচিং ছেড়ে দেন আঁরি।

ভারতকে হারিয়ে সিরিজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথম ম্যাচ হেরে পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে পরের দুই ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে তারা। তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নারী দলকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যালিসা হিলির দল।

মুম্বাইয়ের পাতিল স্পোর্টস একাডেমিতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান সংগ্রহ করে হারমানপ্রীত কৌরের দল। জবাব দিতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ৮ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অজিরা। দলকে বড় ব্যবধানে জয় এনে দেয়ার পথে ফিফটি তুলে নেন দুই ওপেনার অ্যালিসা হিলি ও বেথ মুনি।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারলেও পরের দুই ম্যাচে টানা জিতে সিরিজ নিজেদের দখলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। রান তাড়া নেমে এদিন শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন হিলি ও মুনি। প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে তারা দলকে এনে দেন ৮৫ রান। ৩৮ বলে ৯ চার ও ১ ছক্কায় ৫৫ রান করে দীপ্তি শর্মার বলে এলবিডব্লিউ হন অধিনায়ক হিলি। তার বিদায়ে রানের গতি কিছু মন্থর হয়ে আসে।

তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে দলের জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন মুনি। তাকে সঙ্গ দেয়া তাহলিয়া ম্যাগ্রা ১৫ বলে ২০ রান আর ফোয়েবি লিচফিল্ড ১৩ বলে ১৭ রান করেন। মাজে পূজা ভাস্ত্রকরের সুইং মিস করে গোল্ডেন ডাকে সাজঘরে ফেরেন এলিসা পেরি। ৪৫ বলে ৫ চারের মারে ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন মুনি। পূজা ২৬ রান খরচায় ২ উইকেট তুলে নেন।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরু পেয়েছিল ভারত। শেফালি বার্মা-স্মৃতি মান্ধানাদের ব্যাটে চড়ে বড় লক্ষ্যের দিকে হাঁটছিল তারা। কিন্তু আন্নাবেল সাদারল্যান্ড ও জর্জিয়া ওয়্যারহামের তোপে বেশিদূর এগোতে পারেনি তারা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন রিচা ঘোষ। ২৮ বল মোকাবিলায় ৩ ছক্কা ও ২ চারে সাজানো ছিল তার ইনিংস। শেফালি ১৭ বলে ২৬ আর স্মৃতি ২৮ বলে ২৯ রান করেন।

অজিদের পক্ষে ২টি করে উইকেট তুলে নেন সাদারল্যান্ড ও ওয়্যাহাম। এদিন ১ উইকেট তুলে নারীদের টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে যান মেগান শাট। ১০৪ ইনিংসে তার শিকার ১৩১ উইকেট। এর আগে ১৩৪ ইনিংসে ১৩০ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে ছিলেন পাকিস্তানের নিদা দার।

রশিদের পরিবর্তে পোলার্ড পেলেন এমআই কেপটাউনের নেতৃত্ব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আরও একটি টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে ছিটকে গেলেন রশিদ খান। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএটোয়েন্টির দ্বিতীয় আসরে এমআই কেপ টাউনের হয়ে খেলতে পারবেন না আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার। তার জায়গায় দলটির নেতৃত্ব পেলেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ড।

পিঠে অস্ত্রোপচারের পর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি রশিদ। যদিও তাকে নিয়েই ভারতের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজের জন্য গত শনিবার দল ঘোষণা করে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তবে সিরিজটিতে ২৫ বছর বয়সী তারকার খেলার সম্ভাবনা নেই। আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হবে সিরিজটি।

গত নভেম্বরে রশিদ সরে দাঁড়ান অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা বিগ ব্যাশ থেকে। খেলতে পারেননি সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি সিরিজেও। গত বছর এসএটোয়েন্টির প্রথম আসরে এমআই কেপ টাউনের অধিনায়ক ছিলেন রশিদ। এবার তার অনুপস্থিতিতে পোলার্ডকে অধিনায়কত্ব দেওয়ার কথা বিবৃতি দিয়ে জানায় দলটি। এবারই টুর্নামেন্টটিতে অভিষেক হবে ৩৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসরের জন্য পোলার্ডকে ধরে রেখেছে এমআই এমিরেটসও। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স গ্রুপের মালিকানাধীন দল দক্ষিণ আফ্রিকার লিগের এমআই কেপ টাউন ও আরব আমিরাতের লিগের এমআই এমিরেটস।

এসএটোয়েন্টি ও আইএল টি-টোয়েন্টির সূচি সাংঘর্ষিক হওয়ায় পোলার্ডের জায়গায় এমআই এমিরেটসের নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছেন নিকোলাস পুরান। আইএল টি-টোয়েন্টির শেষ ধাপে পোলার্ড এমআই এমিরেটসে যোগ দেবেন কি-না, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক স্ট্রাইকার্সের হয়ে আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলেছেন পোলার্ড। যেখানে ফাইনালে ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্সের কাছে হেরে যায় তার দল।

স্বাধীনভাবে বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগে খেলতে গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া পুরান আছেন এসএটোয়েন্টিতেও। গত সেপ্টেম্বরে তাকে দলে নেয় ডারবান সুপার জায়ান্টস। দলটির হয়ে তিন ম্যাচ খেলে আইএল টি-টোয়েন্টিতে এমআই এমিরেটসে যোগ দিতে পারেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান।

এসএটোয়েন্টি হবে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে আইএল টি-টোয়েন্টি। একই সময়ে হবে নিউ জিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সুপার স্ম্যাশ ও বাংলাদেশের বিপিএল।

বিশ্বকাপের আগেই আর্থারকে
বিদায় জানাচ্ছে পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তান জাতীয় দলের সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। ধারাবাহিক ব্যর্থতায় এবার কপাল পুড়লো মিকি আর্থারের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ছয় মাস আগে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তার সঙ্গে বিদায় নিচ্ছেন আরও দুই বিদেশি কোচ। মঙ্গলবার পিসিবি'র এক সিনিয়র কর্মকর্তার বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে' এমন খবর দিয়েছে। আর্থার, পুটিক ও ব্যাডবার্নকে গত বছরের এপ্রিলে নিয়োগ দেন সেসময়ের বোর্ড প্রধান নাজাম শেঠি। মূলত ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর থেকেই টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থারের বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে বিদায় দেওয়া হচ্ছে প্রধান কোচ গ্যারি ব্যাডবার্ন ও সহকারী কোচ অ্যান্ড্রু পুটিককে। এই তিনজনের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ এবং চিফ অপারেটিং অফিসার সালমান নাসের।

গত এশিয়া কাপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ম্যানেজমেন্টের অংশ ছিলেন আর্থার, ব্যাডবার্ন ও পুটিক। বিশ্বকাপ শেষে তিনজনই ভারত থেকে লাহোরে ফিরে আবার ছুটি কাটাতে নিজ নিজ দেশে যান। তবে ওই সময়ই পিসিবি তাদের জানিয়ে দেয়, তাদের সার্ভিসের আর প্রয়োজন নেই। সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজকে পাকিস্তান দলের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার পর ওই তিন কোচকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) কাজ করার জন্য। কিন্তু বোর্ড চুক্তির শর্তবালী বিশ্লেষণ করে দেখে, তাদের জোর করে এনসিএ-তে কাজ করানোর সুযোগ নেই। কারণ তাদের সঙ্গে শুধু জাতীয় দলের কাজ করার জন্য চুক্তি করা হয়েছিল।

এদিকে মিকি আর্থার এরইমধ্যে কাউন্টি ক্লাব ডার্বিশায়ারের সঙ্গে কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন। পুটিক এবং ব্যাডবার্নও একই পথে হাঁটছেন। এর মধ্যে পুটিক যোগ দিচ্ছেন আফগানিস্তানের ব্যাটিং কোচ হিসেবে এবং ব্যাডবার্ন আরেক কাউন্টি ক্লাব গ্ল্যামারগনের হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছেন। ফলে দ্রুত ব্যাপারটি মীমাংসা করার পথে হাঁটছে পিসিবি। তবে এজন্য তিনজনকেই কয়েক মাসের বেতন অগ্রিম পরিশোধ করা হবে।

চোট নিয়ে যা বললেন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সদ্য সমাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোটের কারণে খেলতে পারেননি মোহাম্মদ শামি। একই কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজেও তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে শামি জানালেন, তার চোটের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। ইংল্যান্ড সিরিজের শুরু থেকেই তিনি খেলতে পারবেন। শামি নিজের ফিটনেস নিয়ে বলেছেন, 'আমার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ঠিক পথে আছে, বিশেষজ্ঞ দল ও জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি আমার উন্নতিতে খুশি। একটু অসারতা আছে, তবে সেটি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অনুশীলন সেশন শুরু করেছি, আমার বিশ্বাস, ইংল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারব। ফেরার জন্য এই সিরিজকেই লক্ষ্য বানিয়েছি। আশা করছি, ইংল্যান্ড সিরিজে আমাকে দেখতে পাবেন।'

এদিকে সদ্য সমাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে খেলতে পারেননি শামি। এ সিরিজ নিয়ে তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে আমরা ভালো করেছি। সবাই ভালো করেছে, আমাদের বোলিং আক্রমণ তো দুর্দান্ত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি মিস করেছি, যত দ্রুত সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চাই। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, আমাদের পেস আক্রমণ দুনিয়ার অন্যতম সেরা। বিশ্বকাপের সময়ও সেটা দেখেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যশপ্রীত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজ দুর্দান্ত বোলিং করেছে। বলতে পারি আমাদের পেস আক্রমণ যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যথেষ্ট।'

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মিলিয়ে ভারতের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ২৫ জানুয়ারি হায়দরাবাদে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট।

'ভারতের সব ক্রিকেটার
মদ খায়, বদনাম হয় আমার'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট দলে এক সময় নিয়মিত মুখ ছিলেন তিনি। কিন্তু চোট এবং মাঠের বাইরে বিভিন্ন কাজের জন্য নিজের জায়গা দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে পারেননি। ভারতের সেই মিডিয়াম পেসার প্রবীণ কুমার আবার বিতর্ক তৈরি করলেন নতুন মন্তব্য করে। এক সাক্ষাৎকারে তার দাবি, সব ভারতীয় ক্রিকেটারই নাকি মদ খান! কিন্তু স্বীকার কেউ করেন না।

২০০৭ সালে অভিষেক হয়েছিল প্রবীণ কুমারের। এরপর থেকে নীল জার্সিদের নিয়মিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভালো পারফরম্যান্সের কারণে সুযোগ পেয়েছিলেন ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। কিন্তু ইনজুরির কারণে সে আসর থেকে ছিটকে যেতে হয় তার। এরপর নানা বিতর্কিত কাণ্ডে ২০১২ সালের পর জাতীয় দলের হয়ে আর মাঠে নামা হয়নি তার।

কেউ কেউ বলেছেন তার নাকি নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে। ঝামেলাও করেন সে কারণে। কিন্তু সব দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রবীণ। তার কথায়, এ সবই তাকে বদনাম করার অপচেষ্টা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সাবেক এ পেসার বলেন, 'ভারতীয় দলে থাকার সময় সিনিয়রেরা খালি বলতো, 'মদ খাস না, এটা করিস না, ওটা করিস না'। সব সময় একই কথা বলতো। কিন্তু সবাই সব কিছু করে। শেষ পর্যন্ত বদনাম হয় আমার। বলা হয়, 'পিকে (প্রবীণ কুমার) তো মদ্যপান করে'। আসলে সবাই মদ খায়।'

প্রবীণ কুমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়, শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলীদের মতো তারকা ক্রিকেটারেরা তাকে কোনও দিন এ ধরনের উপদেশ দিয়েছেন কি না। সাবধানী হয়ে প্রবীণের জবাব, 'আমি কারও নাম নিতে চাই না। ক্যামেরার সামনে কারও নাম বলব। কিন্তু পিকে'র (প্রবীণ কুমার) বদনাম কে করত সেটা সবাই জানে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR